**জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস-২০১১ - উদযাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, রবিবার, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, ২৯ মে ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ,

প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার,

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ,

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি মি. নেল ওয়াকার,

মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস - ২০১১ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বিভিন্ন দেশে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত অবস্থায় যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আহত শান্তিরক্ষীদের ।

আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে ও নির্দেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র লাভ করি।

আমি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীদের বুলেটে নির্মমভাবে নিহত হওয়া আমার পরিবারের সকল সদস্যকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ শান্তিতে বিশ্বাসী। বাঙালি শান্তিপ্রিয় জাতি। আমরা বিশ্বাস করি, শান্তি ছাড়া কোনো পথ নেই। এ বিশ্বাস নিয়ে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছি। আমাদের এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের পবিত্র সংবিধানে। সংবিধানের ‘প্রস্তাবনা'য় মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

আমাদের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে আছে, ‘‘জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা - এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি ...।''

এরই আলোকে আমাদের স্বাধীনতার পথ-প্রদর্শক, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। তখন থেকেই বাংলাদেশ বিশ্বে একটি শান্তিপ্রিয় ও বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশের এই শান্তির বার্তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিবদমান জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হয় স্বাধীনতা লাভের পরপরই। ১৯৮৮ সালে সশস্ত্র বাহিনীর ১৫ জন সদস্য ইরাক-ইরানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী হিসেবে যোগ দেন।

দীর্ঘ ২৩ বছরের দৃপ্ত পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম শান্তিরক্ষী দেশের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এটা আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের কৃতিত্ব। এ জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতিসংঘের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের ১১৫টি দেশের  ৯৯,৩৮২ জন শান্তিরক্ষী আছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের ১০,৫৮৯ জন সদস্য কর্মরত আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের প্রায় ১১ শতাংশ শান্তিরক্ষী বাংলাদেশের। এর মধ্যে ১৮০ জন নারী সদস্যও আছেন। এটি আমাদের জন্য গৌরবের। পাশাপাশি শান্তিরক্ষীদের মাধ্যমে দেশ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করছে।

বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা, সাহসিকতা, বন্ধুপ্রতীম আচরণ এবং বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাদের অসীম ত্যাগের প্রত্যয় আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অবস্থানকে সুসংহত করেছে। অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

সুধিমন্ডলী,

বর্তমান সরকারের আমলে জাতিসংঘ মিশনে আমাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত কঙ্গোতে অতিরিক্ত শান্তিরক্ষী প্রেরণের আহবানে সাড়া দিয়ে ৮৫০ জনের একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং ১৮০ জনের একটি ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানী মোতায়েন হয়েছে। প্রথমবারের মত একটি MI-17 হেলিকপ্টার  এবং একটি সি-১৩০ পরিবহন বিমান মোতায়েন হয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী হতে প্রথমবারের মত United Nations Interim Force in Lebanon এ একটি ফ্রিগেট এবং একটি Offshore Petrol Vessel মোতায়েন হয়েছে। আইভরী কোস্ট-এ ১০৪ জন সদস্য এবং তিনটি বেল-২১২ হেলিকপ্টার মোতায়েন রয়েছে। হাইতিতে দুইটি Formed Police Unit মোতায়েন হয়েছে, যার মধ্যে একটি All Female Formed Police Unit।

বর্তমানে আইভরী কোস্ট-এ নতুনভাবে একটি সিগন্যাল প্লাটুন মোতায়েনের প্রক্রিয়া চলছে। শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে Armoured Personnel Vehicles সহ বেশ কিছু সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন মিশনে পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে আমাদের অবদান ও অভিযানকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করবে।

 পাশাপাশি Department of Peace-keeping Operations এ বাংলাদেশের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হচ্ছে। শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর পরিকল্পনা এবং কৌশল প্রণয়নে আমাদের সুযোগ আরো বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

প্রিয় শান্তিরক্ষীবৃন্দ,

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আপনারা আপনাদের পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে বিশ্বের অন্যান্য সহযোগী শান্তিরক্ষীদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোতে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। ফলে আপনারা ঐ সব দেশের জনগণের অকুণ্ঠ ভালবাসা অর্জন করছেন। জীবনের উপর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আপনারা উন্নত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনছেন। বাংলাদেশ থেকে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী নিতে জাতিসংঘকে উদ্বুদ্ধ করছেন। সে জন্য দেশ আপনাদের চিরদিন মনে রাখবে।

সুধিমন্ডলী,

এ পর্যন্ত শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের ১০৩ জন সদস্য শহীদ হয়েছেন। এর মধ্যে গত জুন ২০১০ হতে মে ২০১১ পর্যন্ত পাঁচ জন শান্তিরক্ষী শহীদ হয়েছেন। আমি এ বীর শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমরা গত বছর চার জন শহীদ শান্তিরক্ষী পরিবার এবং ১৫ জন আহত শান্তিরক্ষীকে সম্মাননা প্রদান করেছি।

এবার পাঁচ জন শহীদ শান্তিরক্ষী পরিবার এবং ২০০৬ হতে ২০০৭ পর্যন্ত আহত ১৯ জন শান্তিরক্ষীকে সম্মাননা প্রদান করা হলো। একই সাথে সকল নারী-পুরুষ শান্তিরক্ষী যারা সফলভাবে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন তাদের সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

আমি আজ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধিকে। তাঁর সার্বক্ষণিক সহায়তা এবং বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের প্রতি সমর্থন আমাদের দেশকে বিশ্বের অন্যতম শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী দেশের আসনে বসিয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা উন্নততর প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। এ জন্য আমাদের ১৯৯৬-২০০১ সরকারের সময় Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training প্রতিষ্ঠা করি। এবার এ ইনস্টিটিউটির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণের মান বেড়েছে। আমি গর্ব করে বলতে চাই, ইনশালস্নাহ, আজ বাংলাদেশ বিশ্বের যে কোন প্রান্তে অতি স্বল্প সময়ে শান্তিরক্ষী মোতায়েনে সক্ষম।

আমাদের সরকার সশস্ত্রবাহিনী এবং পুলিশের উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ বাহিনীসমূহের আধুনিকায়নে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর ফলে বাংলাদেশ আরো বেশি শান্তিরক্ষী প্রেরণ করার সামর্থ্য অর্জন করেছে। জাতিসংঘের সদর দপ্তর ও ফিল্ড সার্ভিসের প্রতিটি পর্যায়ে বাংলাদেশের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

পরিশেষে, আমি সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য সহ বাংলাদেশের সকল শান্তিরক্ষীকে বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে তাদের বর্তমান পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও আন্তরিকতা বজায় রাখার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামসহ বাংলাদেশের সকল শান্তিরক্ষী যাতে আরো আত্মবিশ্বাসের সাথে জাতিসংঘের আহবানে সাড়া দিতে পারে সে জন্য সরকারের সকল প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। বিশ্ববাসীর পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনাদের এই ভূমিকা চিরকাল স্মরণ করবে।

আপনারা বাংলাদেশকে বিশ্বে একটি শান্তিকামী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন, বিশ্বে বাংলাদেশের পতাকাকে সমুন্নত রাখবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা। কারণ, আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা দারিদ্র্যমুক্ত, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক, প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে চাই।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......